COAST Trust

পূর্বাশার আলো

প্রকাশনায়, সিইপিআরপি প্রকল্প

unicef for every child

২৯শে (জুলাই) সংস্করণ, তারিখ ২৯/৭/২০২০, কক্সবাজার জেলায় অবস্থানরত স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির জন্য কভিড-১৯ এর জরুরী প্রস্তুতি এবং সাড়া প্রদান প্রকল্প, উখিয়া রিলিফ অপারেশন সেন্টার, উখিয়া, কক্সবাজার।

কোস্ট ট্রাস্ট দাতা সংস্থা ইউনিসেফের সহায়তায় কক্সবাজার জেলার স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির শিশুদের সুরক্ষায় কোভিড-১৯ এর জরুরী প্রস্তুতী ও সাড়া প্রদান প্রকল্প উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ৭টি ক্যাম্প এবং ৩টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ১৩ মে থেকে ১২ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। কোভিড-১৯ মহামারীর হতে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষায় প্রকল্পটি প্রদান করছেন কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা, মনোসামাজিক সেবা, সচেতনতা মূলক প্রচারণার অংশ হিসেবে লিফলেট বিতরণ, বিলবোর্ড স্থাপন, পোস্টার ও আইইসি উপকরণের ব্যবহার ছাড়াও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা হ্রাসে রেফারেল সেবা প্রদান করছে। যা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় সক্ষম ও সচেতন করবে।

অবশেষে রোহিঙ্গা কিশোরী আহসানা ফিরে এলো পরিবারে

ক্যাম্প-৮ই এর সহকারী সিআইসি জনাব আহসান হাবীব এর উপস্থিতিতে কোস্টের কর্মীবৃন্দ আহসানা-কে তাঁর পরিবারের নিকট হস্তান্তর করছে। ছবি: সাবু আলম,পিএসএস

রোহিঙ্গা কিশোরী আহসানা (১৬) কোস্ট ট্রাস্ট ও ক্যাম্প-৮ই এর সিআইসির প্রচেষ্টা ও তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ ৫ মাস পর ফিরে এলো তাঁর পরিবারের কাছে। জানা যায় গত ৫ ফেব্রুয়ারী ২০২০ তারিখ নুর মুহাম্মদ নামের একজন রোহিঙ্গা যুবক বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ভাগিয়ে ক্যাম্প-৬ এ নিয়ে যায়। তার-পর থেকেই তাঁর বাবা-মা মেয়ের খোজঁ নিতে শুরু করে। অবশেষে কুতুপালং রেজিষ্টার ক্যাম্পে-১ এ তাঁর খোঁজ পায়। গত ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২০ তারিখ ক্যাম্পের সিআইসি তাঁকে উদ্ধার কওে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ইউএনএইচসিআর এবং টিএআই দায়িত্ব দেন মেয়েটিকে নিরাপদে রাখার। সেখান থেকে মেয়েটিকে কক্সবাজারে টিএআই-এর একটি সেইফ হোমে নেওয়া হয়। সেখানে ২১/০৭/২০২০ তারিখ পর্যন্ত মেয়েটি থাকে এবং মেডিকেল সেবা গ্রহণ করে। এরই মাঝে তার পরিবার মেয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করতে থাকেন। ক্যাম্প-৮ই এর প্রোটেকশন ফোকাল এবং সাইট ম্যানেজমেন্ট ডিআরসি রেফারেল কেইস হিসেবে কোস্ট-কে বিষয়টি দেখার জন্য বলে। তখন কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবার আওতায় মেয়েটিকে তার বাবা -মার কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ করা হয়। অবশেষে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিগত ২৩ জুলাই ২০২০ তারিখ ক্যাম্প-ইন-চার্জ, প্রোটেকশান ফোকাল, ব্লক মাঝি ও সাইট ম্যানেজমেন্টের উপস্থিতিতে কোস্টের কর্মীরা আহসানা-কে তার বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেয়। সে এখন শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ আছে এবং পরিবারও তাঁকে ফিরে পেয়ে খুব খুঁশি।

কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবার মাধ্যমে ৯১ জন কিশোর-কিশোরীকে দেওয়া হল প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণ

লেখাপড়ার জন্য টেবিল পেয়ে প্রতিবন্ধী জুবায়ের খুব খুঁশি। ছবি-রাজিয়া, এসডব্লিউ

কোস্ট ট্রাস্ট-এর শিশু সুরক্ষা প্রকল্পের কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবার অধীনে সাতটি ক্যাম্পের মোট ৯১ জন কিশোর-কিশোরীকে দেওয়া হল প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণ। এদের মধ্যে ৪৯ জন কিশোরী এবং ৪২ জন কিশোর। যেকল কেইস দেখা যায় তা হল অর্-ভভাবকহীন শিশু, শিশু প্রধান পরিবার, বাল্যবিবাহ, প্রতিবন্ধী, শিশু শ্রম প্রভৃতি। কেইসের চাহিদার ভিত্তিতে সরবরাহকৃত প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো হল ছাতা, গুঁড়া দুধের প্যাকেট, চার্জলাইট, কাপড়, ত্রিপল, মাদুর, বিছানা চাদর, পড়ার টেবিল-চেয়ার, সাবান ও মাস্ক ইত্যাদি। তারা উপকরণগুলো পেয়ে অনেক সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে একজন কিশোরী রমিদা (১৪) বলেন, কোস্ট কর্তৃক প্রদানকৃত সেবা উপকরণ করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে অনেক কাজে আসবে। বিশেষ করে বৃষ্টির সময় ছাতা টিউবওয়েল থেকে পানি সংগ্রহ ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে কাজে লাগবে। তাছাড়া গুড়া দুধ নিয়মিত খেলে আমার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। পড়ার জন্য টেবিল-চেয়ার পাওয়া শারীরিক প্রতিবন্ধী কিশোর জুবায়ের বলেন, আমার লেখাপড়া করতে এখন অনেক সুবিধা হবে এবং বাশেঁর মেঝের জন্য আর কষ্ট পেতে হবে না।

কিশোর-কিশোরীদের ভয় ও হতাশা দুরীকরণে নিয়মিত চলছে মনোসামাজিক সেবা প্রদান

কোস্ট ট্রাস্ট ইউনিসেফের সহায়তায় কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার ৩টি ইউনিয়নের স্থানীয় এবং ৭টি ক্যাম্পের রেহিঙ্গা জনগোষ্ঠির মাঝে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জরুরী প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান প্রকল্পের আওতায় মনোসামাজিক সেবা ও কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সচেতনতা প্রদান করছে। মানুষের জীবন শুধুমাত্র খাদ্যের উপরই নির্ভর করে না। অন্যান্য পারিপার্শিক অবস্থার পাশাপাশি মানসিক স্থিতিশীলতার

পূর্বাশার আলো

কিশোরী-কে গল্প শোনানোর মাধ্যমে আনন্দ প্রদানের চেষ্টা করছেন পিএসএস কর্মী। ছবি-শিমুল, পিএসএস কর্মী।

উপরও নির্ভর করে। অন্যথায় সে নিজের জীবনসহ অন্যের জীবনও ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। বর্তমানে করোনা মহামারী পরিস্থিতি কিশোর-কিশোরীদের মনের উপর চাপ ও আতঙ্ক সৃষ্টি করছে যা তাদের দৈনন্দিন জীবনে হতাশার সৃষ্টি করছে। আর এক্ষেত্রে মনোসামাজিক সেবা প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যন্ত মনোসামাজিক সেবার আওতায় ১২৬৪ জন কিশোর-কিশোরীকে নিয়ে আসা হয়েছে যার মধ্যে ৬৬৫ জন কিশোরী এবং ৫৯৯ জন কিশোর। এক্ষেত্রে কর্মীরা কিশোর-কিশোরীদের বাড়িতে গিয়ে একাকীত্ব, হতাশা, দ্বন্দ্ব ও ভয়ের মতো সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছে এবং তা প্রসমিত করার জন্য তাঁদের নিয়ে ছবি আঁকা, গল্প, গান, খেলাসহ বিভিন্ন আন্দদায়ী কার্যক্রম করেছে। যা কিশোর-কিশোরীদের মানসিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হচ্ছে।

শিশু সুরক্ষায় কাজ করছে ২৫ জন কিশোর

উখিয়া উপজেলার ক্যাম্প-৮ই এর কিশোদের একটি দল নিজ উদ্যোগে শিশু সুরক্ষায় বিভিন্ন সচেতনতামূলক কাজ করছে। শুরুটা হয়েছিল ৫ জন দিয়ে এখন সদস্য সংখ্যা বেড়ে ২৫ জন হয়েছে। কোস্টে-এর কর্মীদের সহযোগিতায় তাঁদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একদল কিশোর প্লেকার্ডের মাধ্যমে জনসচেতন বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন। ছবি: ইরফানউল্লাহ

সচেতনতামূলক প্রচারণায় তাঁরা বাল্য বিবাহ, শিশুশ্রম, নির্যাতন, মাদকের কুফল, দুর্যোগ প্রস্তুতী, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, করোনা ভাইরাস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করছে বিভিন্ন ব্লকের কিশোর-কিশোরী, মাঝি ও ইমামদের সাথে। হোম ভিজিট, প্লে-কার্ড প্রদর্শন, চা চক্র বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে এই প্রচার কাজ করছে। ইতোমধ্যে তাঁরা একটি বাল্য বিবাহ ও কয়েকজন কিশোরের সিগারেট পান বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি তারা স্বেচ্ছাশ্রমে নুর হায়াত নামের একজন প্রতিবন্ধী কিশোরের ঘরের চাল মেরামত করেছে। দলটির একজন সক্রিয় কিশোর সদস্য মুজিব বলেছে, সমাজের মানুষ হিসেবে আমাদের কিছু কর্তব্য আছে যা আমরা কোস্টে-এর জীবন দক্ষতার সেশান থেকে জেনেছি। তাই আমরা আরো ভাল কাজ করে মানুষের উপকার করতে চাই।

শিশু সুরক্ষায় ইমামদের সচেতনতামুল প্রচারণা

শিশুদের জন্য নিরাপদ সমাজ ও পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে চলছে মসজিদ ভিত্তিক ইমাম ক্যাম্পেইন। এই কার্যক্রম বাস্তাবায়ন করার লক্ষ্যে ৫০ জন ইমামা নির্বাচন করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ ও শিশু সুরক্ষার বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ইমাম খুৎবা দিচ্ছেন। ছবি-সাইফুল,সিএম

তাঁরা প্রতি শুক্রবার খুতবাকালীন সময়ে মসজিদে উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে শিশু সুরক্ষার বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন। ১১ নং ক্যাম্পের ইমাম মো: ইদ্রিস জানান, 'গত জুলাই মাসে করোন ভাইরাসের বিস্তার রোধ ও দুর্যোগকালীন ঝুঁকি হ্রাসে অভিভাবকদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেছি। তাছাড়া শিশু পাচার ও সহিংসতা প্রতিরোধে কমিউনিটি প্রধানদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।' ইমাম ক্যাম্পেইনের বিষয়ে ১১ ও ১২ নং ক্যাম্পের হেড মাঝি জানান 'রোহিঙ্গারা ইমামদের বক্তব্যকে অধিক গুরুত্ব দেয়। তাই এই ক্যাম্পেইন অভিভাবদেও সচেতন করবে বলে আশা করা যায়।

ক্যাম্পের ৫৩ জন ভলান্টিারকে বর্ষাকালীন দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে

দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির অন্যতম একটি উপায় হল ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ প্রদান। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিশেষ প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান প্রকল্পের আওতায় মোট ৭৪ জন ভলান্টিয়ারকে নিয়োগ করা হয়েছে যারা প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করছে, বিশেষ করে ক্যাম্পে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে সাধারণভাবে চলাফেরা করার উপর বিভিন্ন বিধি

COAST Trust
পূর্বাশার আলো
unicef for every child

বর্ষাকালীন দুর্যোগ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে একজন প্রতিবন্ধী কিশোরের ঘরের চাল মেরামতে সাহায্য করা হচ্ছে। ছবি: আলম

নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, বিশেষত ক্যাম্প পর্যায়ে। তাই কাজ বেগবান করার জন্য এই ভলান্টিয়াররা বিশেষ ভুমিকা পালন করবে বলে প্রকল্প মনে করে। এজন্য তিন ধরণের ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হয়েছে, যেমন- কমিউনিটি ভলান্টিয়ার, কেইস ভলান্টিয়ারদের দুর্যোগ বিষয়ে জ্ঞান ও ধারণা বৃদ্ধির জন্য গত ২২ জুলাই হতে ২৩ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত "বর্ষাকালীন প্রস্তুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণে"র আয়োজন করা হয়। সেখানে সর্বমোট ৫৪ জন ভলান্টিয়ার অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে ২৮ জন ছেলে এবং ২৫ জন মেয়ে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁরা বর্ষাকালীন বিভিন্ন দুর্যোগ এবং রোগ সম্পর্কে জানতে পেরেছে। তাছাড়া কীভাবে এধরণের দুর্যোগের সময় প্রস্তুতি ও সাড়া প্রদান করতে হয় সে বিষয়ে জেনেছে। আরো জানতে পেরেছে সংকটময় মুহূর্তে কীভাবে সমাজের লোকেদের উৎসাহিত করে দুর্যোগ উত্তরণে ব্যবস্থা নিতে হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী একজন ভলান্টিয়ার রফিক বলেন, প্রশিক্ষণ হতে আমি বন্যা, ভুমিধ্বস ও ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এখন আমি দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত। আর তাই আমার সমাজের মানুষকে এই ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে চাই।

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত গৃহভিত্তিক সচেতনতা চলছে কিশোর-কিশোরীদের মাঝে

একজন কিশোর বাড়িতে হাত ধোয়া চর্চা করছেন। ছবি: লুৎফুর

গৃহভিত্তিক সচেতনতা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্পের শেষে আমরা সর্বমোট ১১৬৬০ জন কিশোর-কিশোরীর মাঝে সেচেতনতা পৌঁছে দিব। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৩৪ জন কমিউনিটি আউটরিচ ওয়ার্কার এবং ১৮ জন এলএসবি সহায়ক নিয়োগ করা হয়েছে। আর তাদের সহযোগিতা করার জন্য ২৯ জন ভলান্টিয়ারও নিয়োগ করা হয়েছে। এই কোভিড-১৯ মহামারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার সবচেয়ে উপযুক্ত উপায় হল সচেতনতা। বেশিরভাগ কিশোর-কিশোরী জানে না এই অবস্থায় কি করা উচিত এবং সুরক্ষার জন্য কি কি নিয়ম পালন করতে হবে।আমাদের কর্মী ও ভলান্টিয়াররা কিশোর-কিশোরী ও তাদের পরিবারে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন বাড়ি বাড়ি গিয়ে। সেই সাথে বিভিন্ন সচেতনতামূলক তথ্য প্রচার করছেন যেমন- ঘন ঘন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, ঘরের বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, নিত্য ব্যবহার্য জিনিষপত্র জীবানুমুক্ত করা, ভীড় এড়িয়ে চলা, হাঁচিকাশির শিষ্টাচার মেনে চলা ইত্যাদি। এই মাস পর্যন্ত মোট ৪১০৫ জন কিশোর-কিশোরীর মাঝে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে ১৮৫৫ জন ছেলে এবং ২২৫০ জন মেয়ে।

কিশোর-কিশোরীদের জ্ঞান চর্চা ও মুক্ত চিন্তা বিকাশের সুযোগ করে দিচ্ছে সোসাল হাব

সোসাল হাবে কিশোর-কিশোরীরা কম্পিউটার ব্যবহার ও বই পড়ায় ব্যস্ত। ছবি- সাইফুল, এমপিসিএস

স্থানীয় জনগোষ্ঠির মাঝে সোসাল হাব এর মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। উখিয়ার জালিয়াপালং ও রত্নাপালং ইউনিয়ন এবং টেকনাফ সদর ইউনিয়নে মোট ০৩টি সোস্যাল হাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সোসাল হাব এর অধীনে ৩০ জন সোসাল চেঞ্জ এজেন্ট রয়েছে যারা কিশোর-কিশোরীদেও বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করবে এবং সমাধোনের পথ বের করবে। বিশেষ করে শিশু নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, শিশুশ্রম, শিশু পাচার, শিশু অধিকার ইত্যাদি ইস্যু নিয়ে কাজ করবে। কিশোর -কিশোরীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য সোসাল হাব এ থাকবে ইস্যু ভিত্তিক সেশান সুবিধা, লাইব্রেরী কর্ণার, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধা প্রভৃতি। তাছাড়া 'ইউ রিপোর্ট' এর মাধ্যমে শিশু সুরক্ষা ঝুঁকি হ্রাসে 'ভয়েজ রেইজ' করার জন্য প্রত্যেক সোসাল চেঞ্জ এজেন্ট এর জন্য ট্যাব রয়েছে। এছাড়া ঝুঁকি সম্পর্কিত যেকোনো তথ্য আদান-প্রদান ও দ্রুত পদক্ষেপের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়েছে।

এ বিষয়ে রত্নাপালং এমপিসির সিবিসিপিসি সদস্য শওকত হোসেন জানান, 'এটি একটি প্রশংসনীয় ও কার্যকর উদ্যোগ। এ ধরনের উদ্যোগের ফলে শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।

নাঈমা শরীফা: একজন সফল পিয়ার লিডার

অসহায়ত্ব যখন নিয়তি, দৃঢ় মনোবল তখন আশার আলো। যা প্রমাণ করেছে ১৪ নং ক্যাম্পে নানা-নানীর সাথে ১৭ বছর বয়সী নাইমা শরীফা। অল্প বয়সে বাব-মাকে হারিয়েছে। কিন্তু কোস্ট-এর জীবন দক্ষতা, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক

বাড়ির আঙ্গিনায় বৃক্ষরোপণ করছেন নাঈমা ও তার ২ জন পিয়ার। ছবি: আলেয়া আক্তার

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে নিজেকে পরিণত করেছেন। জীবনের কঠিন সময় পেরিয়ে সে এখন সমবয়সীদেও কাছে একজন মডেল। নিজেকে বাল্যবিবাহ থেকে রক্ষা পাশাপাশি অন্যান্য কিশোরীদের নিয়ে ৪টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছে। পিয়ারদের সাথে আন্তরিকতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিশু সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করছেন। তার নেতৃত্বে অন্যান্য পিয়ার লিডারদেও নিয়ে ইউনিসেফের ভিজিটের মুখোমুখি হয়েছে। সবজি চাষ কওে পরিবারের খাদ্য চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখছেন। সে কোভিড-১৯ এর প্রচারণায় অংশ নিয়ে সচেতনত করছে সমবয়সীদের। একই সাথে দুর্যোগ প্রস্তুতির লক্ষ্যে পিয়ার ও তাদের পিতামাতাদের সচেতনত করছে। সে মনে করে তাঁর এ ধরণের কাজ দেখে অন্য কিশোরীরা উৎসাহিত হয়ে সচেতনতামূলক কাজে এগিয়ে আসবে।

এক নজরে প্রকল্প কার্যক্রম (মে-জুলাই ২০২০)ঃ

ক্রম	কার্যক্রমের নাম	অর্জন
০১	কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা প্রদান	১৭৫ জন
০২	মনোসামাজিক সেবা প্রদান	১৪৬৪ জন
০৩	সচেতনতামূলক হোম সেশন	৪৭২৫ জন
০৪	অভিভাবদের জন্য সচেতনতা মূলক সেশান	৪৩১১ জন
০৫	সিবিসিপিসি কমিটির সদস্যদের জন্য সচেতনতামূলক সেশন	৫৫৪ জন
০৬	ইমাম ক্যাম্পেইন	৫০ জন
০৭	সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনে পিয়ার লিডারদের অংশগ্রহণ	৩৬৫ জন
০৮	স্যোসাল হাব প্রতিষ্ঠা	০৩ টি
০৯	ভলান্টিয়অর নিয়োগ	৭১ জন
১০	ভলান্টিয়ারদের জন্য প্রশিক্ষণ	৫৩ জন

AwZwi³ Z‡_¨i Rb¨ †hvMv‡hvM Ki‡b ‡gv: ZvRyj Bmjvg, cKí e¨e¯vcK, Bqv cKí, ‡gvevBj: 01762-624815, B-‡gBj: tajulislam.coast@gmail.com